৫৯ লক্ষ শ্রমিক পাননি ১০০ দিনের মজুরি

কিংশুক প্রামাণিক • পুরুলিয়া

১০০ দিনের বেতন না পাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা ২১ নয়, প্রায় ৫০ লক্ষ বলে মঙ্গলবার দুপুরে পুরুলিয়ার জনসভায় জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাতে নবান্ন সূত্রে জানা যায়, সংখ্যাটা আরও বেশি। হিসেব করে দেখা গিয়েছে ১০০ দিনের কাজ করেও মজুরি পাননি প্রায় ৫৯ লক্ষ শ্রমিক।

পুরুলিয়ায় পরিষেবা প্রদান সভায় মুখ্যমন্ত্রী আবারও জানিয়েছেন, তাঁর সরকার বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছে। এটা অন্যায়। কেন্দ্র গরিবের বকেয়া না মেটালেও রাজ্য সরকারই সবার টাকা দেবে। সেই কাজ শুরু হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রকে এক হাত নিয়ে বলেছেন, "দিল্লির জানা উচিত বাংলা ভিখিরি নয়। বাংলা হক মাঙ্গে তো ভিখ মাঙ্গে না। এই টাকা বাংলার মানুষের অধিকার। কাজের মজুরি। একশো দিনের কাজ করে বেতন পাননি ৫০ লক্ষ মানুষ।"

বস্তুত একশো দিনের কাজের বকেয়া কেন্দ্র আটকে রাখায় গ্রামাঞ্চলে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। লোকসভা ভোটের মুখে এরজন্য বিজেপি নেতাদের যখন জবাবদিহি করতে হচ্ছে তখন রাজ্য সেই টাকা মিটিয়ে দিতে শুরু করেছে। শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করেছে তিন বছরের বকেয়া বেতন। এদিন পুরুলিয়ার সভায় কয়েকজন শ্রমিকের হাতে চেক তুলে দেন মমতা। বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামেও তিনি চেক তুলে দেবেন। সেই প্রেক্ষিতে তিনি কেন্দ্রকে এক হাত নিয়ে বলেন, "শীত গ্রীষ্ম বর্ষা তৃণমূলই ভরসা। আমরা কথা দিলে কথা রাখি। কেউ কেউ ভোট এলে অনেক কথা বলে। কিন্তু ভোট নিয়ে পালিয়ে যায়। আমরা কিন্তু প্রতিশ্রুতি রাখি। ২০২১-এর ভোট প্রচারে যা বলেছিলাম সব করে দিয়েছি।"

নয়ের পাতায়

৫৯ লক্ষ শ্রমিক তিনের পাতার পর

এদিকে ১০ মার্চ ব্রিগেড ডেকেছে তৃণমূল। জনগর্জন সভার অন্যতম ইস্যু কেন্দ্রীয় বঞ্চনা। প্রকল্পের টাকা আটকে দেওয়া। তৃণমূলনেত্রী এদিন ফেসবুকের ডিপি বদল করেন। নতুন ছবিটি একটি পোস্টার। যাতে লেখা আছে অন্যায়ভাবে বন্ধ করা হয়েছে রাজ্যের বকেয়া। এদিন সভা থেকে এই ইস্যুতে সরব হয়ে কার্যত ব্রিগেডের প্রচারও শুরু করে দিলেন তিনি। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী দফায় দফায় রাজ্যে আসার আগে বঞ্চনাকে পাল্টা অস্ত্র করে চাপ বাড়াতে শুরু করলেন তৃণমূলনেত্রী।